অর্থাৎ সেই সকল তীর্থের এবং তত্রত্য প্রাণীবৃন্দের সেবা মহৎসেবা মধ্যেই পর্য্যবসিত। যেহেতু তাঁহারা পরমভাগবত। অতএব গঙ্গা প্রভৃতিতেও কারণত্ব আছে। অতএব ১।২।১৬ শ্লোকে উল্লেখ করা আছে ব্যবহারিক কার্য্যব্যপদেশে পবিত্রতীর্থে গমন করিলে দর্শন, স্পর্শন ও সম্ভাষণরূপ সাধুসঙ্গের সম্ভাবনা আছে। সেই সাধুসঙ্গ হইতে সাধুমুখরিত কথা শ্রবণ করিবার ইচ্ছার উদ্গম্ হইয়া থাকে। তৎপর বাসুদেবের কথায় রুচি উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে মহতের সেবা করিবার সৌভাগ্যলাভ হইয়া থাকে। এবং সেই মহৎসেবা হইতে তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে। এই শ্লোকে "পুণ্যতীর্থ নিষেবনাৎ" অর্থাৎ পবিত্রতীর্থ নিষেবন—এই পুণ্যতীর্থপদে গঙ্গা প্রভৃতিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। অর্থাৎ যেমন সাধুসঙ্গ ভগবৎভক্তি লাভের একটি কারণ, তেমনই গঙ্গা প্রভৃতি ভগবৎসম্বন্ধান্বিত তীর্থও ভগবৎভক্তি লাভের একটি স্বতন্ত্র কারণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে। অর্থাৎ শ্রীগঙ্গা প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় তীর্থের সাধুসঙ্গলাভের সম্ভাবনারূপ হেতুত্ব আছে বলিয়া তাহাদেরও ভক্তিলাভের প্রতি পৃথক্কারণত্ব নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই অভিপ্রায়ে ৩।২৮।২২ শ্লোকে উল্লেখ করা আছে—"যাঁহার চরণ হইতে নিঃসৃত নদীশ্রেষ্ঠ পরম পবিত্র শ্রীগঙ্গার জল মস্তকে ধারণ করিয়া শ্রীশিব শিব হইয়াছেন।" এস্থানে শিব শব্দে টীকাকার শ্রীধরস্বামীপাদের মতে পরম সুখপ্রাপ্তিই বুঝায়। সেই পরম সুখপ্রাপ্তিও ভক্তিতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। যেহেতু এই ভক্তি হইতে অধিক অন্য কোন সুখ নাই। শ্রীগঙ্গা প্রভৃতি তীর্থ যে পরম ভাগবত এবং ভগবদ্ভক্তির উদ্বোধক, তাহা ব্রহ্মপুরাণে শ্রীপুরুষোত্তম ধামকে উদ্দেশ্য করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে—অহো! শ্রীক্ষেত্রের কি অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য! চারিদিকে দশযোজন পর্য্যন্ত ক্ষেত্রবাসীদিগকে দেবগণ চতুর্বাহুরূপে দর্শন করেন। স্কন্দপুরাণে শ্রীদ্বারকাবাসীদিগের সম্বন্ধে উল্লেখ করা আছে সম্পূর্ণ এক বৎসর হউক বা ছয়মাস হউক বা একমাস হউক, অথবা মাসার্দ্ধকাল হউক – যাহারা দ্বারকা বাস করেন, সেই সমস্ত নর-নারীগণ সকলেই চতুর্ভূজ। পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে মথুরামণ্ডল সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে, যথা—অহো! কি অদ্ভুত! বৈকুণ্ঠ হইতেও মথুরামণ্ডল ধন্যবাদার্হ। যেহেতু এই মথুরা-মণ্ডলে মাত্র একদিন বাস করিলেই শ্রীভগবৎচরণে ভক্তির উদয় হয়। আদিবরাহেও এই মথুরাকে লক্ষ্য করিয়া কথিত হইয়াছে—আমার জন্মভূমি আমার অতিশয় প্রিয়। এই সকল পবিত্রতীর্থের মধ্যে নিজের উপাসনাস্থল অধিক সেব্য। অর্থাৎ বৈষ্ণবের বিষ্ণুক্ষেত্র, শৈবের শিবক্ষেত্র এবং শাক্তের শক্তিক্ষেত্র শ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান বলিয়া তাঁহার স্থান অর্থাৎ মথুরামণ্ডল